SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি তে ভাষার গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা

Anuradha Ghosh
SACT-1, Dept. of Political Science
Berhampore Girls' College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: anuradhaghosh76@gmail.com

Abstract: স্বাধীন ভারতে, সংবিধানের অষ্টম তফসিল ২২টি ভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও, আজও কোনো সর্বজনীন জাতীয় ভাষা নেই। সংবিধানের ধারা ৩৪৩ থেকে ৩৫১(A) সরকারি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং বিশেষত মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কথা বলে। শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) একটি যুগান্তকারী ভূমিকা নেয়, যার ফলস্বরূপ ১৯৬৮ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হয় এবং 'ত্রি-ভাষা সূত্র' প্রবর্তিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা প্রথম ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি বা একটি আঞ্চলিক ভাষা শিখবে। তবে হিন্দি-অহিন্দি রাজ্যগুলির মধ্যে বাস্তবায়ন এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যার কারণে এই নীতির ব্যাপক সমালোচনা হয়। ২০২০ সালের তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP ২০২০) 'ত্রি-ভাষা সূত্র' বহাল থাকলেও নমনীয়তা আনা হয়। এতে কমপক্ষে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাষা শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার কথা বলা হয়। উচ্চ শিক্ষাতেও আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের নীতি গৃহীত হয়েছে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও, 'ত্রি-ভাষা সূত্র'-এর সঠিক এবং নমনীয় প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং জাতীয় সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।

Keywords: জাতীয় শিক্ষানীতি, ত্রি-ভাষা সূত্র, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, ভাষাগত বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক ভাষা

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান,/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।"

কবি অতুলপ্রসাদের এই গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বৈচিত্রময় সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতের একটুকরো চিত্র। হাজার হাজার জাতি উপজাতির মিলন ক্ষেত্র ভারত, তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা, খাদ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিভিন্নতা তেমন আবার লক্ষণীয় 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' ভাবনা। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফশীল অনুসারে ২২ টি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া ২০১২ সালে প্রকাশিত দ্যা পিপলস লিঙ্গুইস্টিক্ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এক সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ৭৮০ এর বেশি কথ্য ভাষা ভারতের প্রচলিত রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার কারণে এবং স্বাধীনতাত্তোর ভারতে নির্দিষ্ট কোন একটি ভাষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা না পাবার কারণে আজও ভারতে কোন স্বীকৃত জাতীয় ভাষা নেই। সংবিধান রচনার পূর্বে গণপরিষদের কিছু সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা হিসেবে একচেটিয়া ভাবে হিন্দিকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে চাইলেও অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপক বিরোধিতার জন্য তা সম্ভব হয়নি, তেমনি সম্ভব হয়নি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাও একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় সংবিধান গ্রহণের সময় থেকে আগামী ১৫ বছরের জন্য ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকবে, এরপর প্রয়োজন অনুসারে এই মেয়াদ পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এরপর ১৯৬৩ সালের জাতীয় ভাষা আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারি ও সংসদীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দি দুটি ভাষারই ব্যবহার হয়ে চলেছে। রাজ্যগুলির সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

এছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের ১৭ তম অধ্যায়ে ৩৪৩ থেকে ৩৫১(A) নম্বর ধারার মধ্যে ভারতের সরকারি ভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তালিকাভুক্ত ২২ টি ভাষা স্বীকৃত আছে, যেগুলি হলো অসমীয়া, বাংলা, বোডো, ডোগরি, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, কোঙ্কানি, মৈথিলি, মালায়ালাম, মারাঠি, মেইতি (মণিপুরি), নেপালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু এবং উর্দু। এই ভাষাগুলি নির্ধারিত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সাংবিধানিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত হওয়ায় সরকারী তকমা অর্জন করেছে। এছাড়াও, ৫০০০ বছরেরও বেশি পুরনো ছয়টি প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভাষা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। যেগুলি হল, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত, কন্নড়, মালায়ালাম ও ওড়িয়া।

১৯৫৬ সালে সপ্তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী ৩৫১(A) ধারাটি যুক্ত হয় যেখানে বলা হয়েছে যে: মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হবে হবে। এছাড়াও সংবিধানের ৩০ নম্বর ধারা মোতাবেক সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠী গুলি নিজ পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে; একটি মৌলিক অধিকার। তবে সামগ্রিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা নীতি প্রসঙ্গে সংবিধানে বিশেষ কোন নির্দেশিকা না থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে এখনো পর্যন্ত তিনবার ১৯৬৮, ১৯৮৬ ও ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় থেকেই তৎকালীন ভারতের অন্যতম জলন্ত সমস্যা তথা নিরক্ষরতা দূর করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী করে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-১৯৫৩), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (১৯৫৩) গঠন করে। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা মাধ্যম নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য নির্দেশিকা ছিল না। এরপর ১৯৬৪ সালের ১৪ ই জুলাই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতি রূপায়নের তাগিদে ভারত সরকার দৌলত সিং কোঠারির সভাপতিত্বে ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট কোঠারি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনটি ছিল মূলত অস্থায়ী বা অ্যাড হক কমিশন, তৎকালীন সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি ছিলেন দৌলত সিং কোঠারি। মূলত সভাপতির নামানুসারে কোঠারি কমিশনের নামকরণ হয়। ১৯৬৬ সালের ২৯ শে জুন এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। এবং ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বহু বিতর্কের পর সংসদে বিলটি পাস হয়। কোঠারি কমিশন ছিল ভারতের ষষ্ঠ জাতীয় কমিশন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম জাতীয় কমিশন। কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৮ সালে প্রথম ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়।

কোঠারি কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ত্রি-ভাষা সূত্র' নীতির প্রবর্তন, ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। এছাড়া অন্যান্য সুপারিশ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 6 থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আর্থিক ও জাতিগত ভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, নারী সকলের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদান, শিক্ষা কাঠামোকে ১০+২+৩ স্তরে সাজানো, পাঠ্য পুস্তকের সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করা, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষাকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি। কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের শিক্ষা খাতকে জাতীয় সংস্থা, রাজ্য সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় বোর্ড এই তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল।

প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষা সংক্রান্ত নীতি— ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন দ্বারা প্রথম 'ত্রি-ভাষা' সূত্র নীতির উল্লেখ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথম 'ত্রি-ভাষা সূত্র' নীতিটি

কার্যকর হয়। এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রথম ভাষা হিসেবে তার মাতৃভাষা তথা একটি আঞ্চলিক ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি বা অন্য যেকোনো একটি আঞ্চলিক ভাষা শিখবে। আরো বলা হয় হিন্দি ভাষী রাজ্যগুলিতে প্রথম ভাষা হিন্দি, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি সহ অন্য যেকোনো একটি আঞ্চলিক ভাষা শিখতে হবে তৃতীয় ভাষা হিসেবে। মূলত ''সূত্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দি ভাষী রাজ্যগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ঘটানো এবং সর্বভারতীয় স্তরে সকল শিক্ষার্থীদের একই মাপকাঠিতে নিয়ে আসা। কারণ শিক্ষা অর্জন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কখনো কাউকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে; কখনো বা কাউকে বাধার সম্মুখীন করে। তবে শুধুমাত্র প্রচলিত দেশীয় ভাষাই নয়, তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও ভারতের সুমহান অতীত ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক সংস্কৃত ভাষার বিকাশেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল 'ত্রি-ভাষা সূত্র' নীতির মাধ্যমে।

'ত্রি-ভাষা' সূত্র নীতির সমালোচনা—

তবে এই 'ত্রি-ভাষা' সূত্র নীতি যে ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল তা নয় বরং ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধিতা এখনো বর্তমান। ১৯৬৭-১৯৬৯ সময় কালে তৎকালীন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. এন. আন্নাদুরাই তামিলনাড়ুতে হিন্দি শেখার প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করেছিলে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ হ্যারল্ড এফ. শিফম্যান পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সূত্রটি 'বাস্তবতার চেয়ে লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বেশি সম্মানিত হয়েছে।' হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্রায়ান ওয়েইনস্টেইন বলেছেন যে, হিন্দি বা অ-হিন্দিভাষী কোনো রাজ্যই সঠিক ভাবে তিন ভাষার সূত্র নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশনা অনুসরণ করেনি।' আবার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য এই নীতিটি 'চার ভাষা সূত্র' নীতিতে পরিণত হয়েছে। কারণ যেহেতু তারা তাদের মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পায় না ফলে, তাদের বসবাসকারী অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা সহ আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ও অন্য একটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক ভাষা তাদেরকে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। এছাড়াও হিন্দি ভাষী কোন রাজ্যে তৃতীয় ভাষা হিসেবে দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত অথবা জার্মান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি বিদেশি ভাষাও কোন কোন ক্ষেত্রে পড়ানো হয়ে থাকে। পন্ডিচেরি এবং তামিলনাড়ুতে 'ত্রি-ভাষা নীতি'র বদলে দুই ভাষা নীতি এখনও পর্যন্ত বর্তমান।

দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষা সংক্রান্ত নীতি— ১৯৮৬ সালে মে মাসে 'The Challenge of Education: A Policy Perspective' নামক এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো: প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক বিস্তারের লক্ষ্যে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' নীতি গ্রহণ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন, উৎকর্ষতার ভিত্তিতে স্বশাসিত রূপে মহাবিদ্যালয় বা কলেজকে স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে রাজ্য কেন্দ্রের মধ্যে সম অংশীদারিত্ব পালন, শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন, দূর শিক্ষা কে আরো সহজলভ্য করার জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কারিগরি ও ভোকেশনাল কোর্সের প্রসার সাধন ইত্যাদি। তবে শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা নীতি প্রসঙ্গে নতুন কোন পরিবর্তন না এনে পূর্বে প্রচলিত 'ত্রি-ভাষা সূত্র নীতি' টিই কার্যকর রাখা হয়।

তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষা সংক্রান্ত নীতি—

২০১৭ সালের জুন মাসে প্রাক্তন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ISRO) প্রধান কৃষ্ণস্বামী কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়; এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০২০ সালের ২৯ শে জুলাই ভারত সরকার কর্তৃক তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। NEP ২০২০ এর

উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো, স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫+৩+৩+৪ মডেল প্রণয়ন। প্রতি শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ২, ৫ এবং ৮, ১২ শ্রেণীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। Multidisciplinary শিক্ষা ব্যাবস্থার প্রণয়ন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন। উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠন ইত্যাদি।

তৃতীয় জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও পূর্বে প্রচলিত 'ত্রি-ভাষা' সূত্র বহাল রাখা হয় তবে কিছুটা নমনীয়তা সংযুক্ত করা হয়েছে। NEP ২০২০ অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অন্তত তিনটি ভাষা শিখবে; যায় মধ্যে দুটি ভাষা অবশ্যই আঞ্চলিক হতে হবে, তবে শিক্ষার্থীদের উপর জোর করে কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এর পাশাপাশি ইংরেজী ও অতীত ঐতিহ্য সমন্বিত সংস্কৃত ভাষার ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নীতি অনুযায়ী মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, বলা হয় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নূন্যতম পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাবেই, তারপর রাষ্ট্র তার সাধ্য মতো অষ্টম শ্রেণী বা তারপরেও মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বিজ্ঞান সহ উচ্চ মানের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন ভাষা শেখানো এবং শেখার জন্য ও ভাষা শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের পাশাপাশি মাতৃভাষায় সকল গ্রন্থ উপলব্ধ করা হবে।

শিশুর কথ্য ভাষা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমের মধ্যে যে ফাঁক থাকবে; তা দূরীকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে সমস্ত প্রচেষ্টা করা হবে। দেশের প্রতিটি ছাত্র প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে জানার জন্য 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগের অধীনে ৬ থেকে ৮ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীরা 'ভারতের ভাষা'-এর উপর একটি দৃষ্টি আকর্ষক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে। শাস্ত্রীয় ভারতীয় ভাষা এবং কিছু বিদেশী ভাষা শেখার বিকল্প গুলিও ভারত জুড়ে মাধ্যমিক স্তরে উপলব্ধ থাকবে যেখানে ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (ISL) প্রমিত করা হবে এবং সম্ভব হলে স্থানীয় সাংকেতিক ভাষা শেখানো ও ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ NEP ২০২০ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বহু ভাষিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাম্য সহায়তা প্রদানের কথা বলে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে ভাষা সংক্রান্ত বেশ কিছু নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— ২০২১ সালের জুলাই মাসে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE) দেশের ১৪ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১১ টি আঞ্চলিক ভাষায় B.tech কোর্স চালু করার অনুমতি দিয়েছে। যে ভাষাগুলি হলো: হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, গুজরাটি, মালায়লাম, বাংলা, অসমিয়া, পাঞ্জাবি ও ওড়িয়া ভাষা। NEP ২০২০ তে আরো বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি করে তোলার লক্ষ্যে ২০৪০ সালের মধ্যে আইআইটি এর মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর্টস এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষাও যুক্ত হবে।

বিভিন্ন কারণে এখনো পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি সর্বজন কর্তৃক সমাদৃত হতে পারেনি। যেমন— একই অঞ্চলে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের সহবস্থান লক্ষণীয়; ফলে প্রান্তিক সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছেই। আবার নাগরিক সমাজে বর্তমান সময়ে আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলি থেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি আগ্রহ অধিক, ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপকারিতা সম্পর্কে নাগরিক সমাজে সামগ্রিক সচেতনতা দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের ফলে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ কমে যাওয়ার ভীতি লক্ষণীয়। মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে অপরদিকে আবার তারা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় সম্পূর্ণ শিক্ষা পাঠ গ্রহণ না করার জন্য, কারণ উচ্চশিক্ষা, সরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চপদগুলিতে এখনো ইংরেজি আধিপত্য বর্তমান। অন্যদিকে হিন্দি ভাষা অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতেও অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা বিস্তারে সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না।

ফলে একদিকে দেখা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষার আধিপত্য; অন্যদিকে ভাষাগত সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়গুলির মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা, যার ফলাফল স্বরূপ দাবি উঠছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা সত্বেও বলা যায় 'ত্রি-ভাষা নীতি'র সঠিক ও নমনীয় বাস্তবায়নের দ্বারা আঞ্চলিক ভাষা গুলিকে প্রচার করা দরকার, কারণ সকল ভাষাভাষী মানুষদের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পাঠ গ্রহণের পথ কে মসৃণ করে তুলতে মাতৃভাষা তথা স্থানীয় ভাষার জুড়ি মেলা ভার। এছাড়াও মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে আরো বেশি কার্যকরী করতে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারি কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। সর্বোপরি প্রয়োজন রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যার মাধ্যমে শুধুমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষিত হওয়া নয় বরং বহুভাষিক হয়ে উঠতে পারবে সকল শিক্ষার্থী। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষার গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা সমূহকে আরও বেশি সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাম্য। ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্রতা রক্ষার চিন্তা থেকে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুরা যে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি তুলছেন; সেগুলি দূর করে জাতীয় সংহতি ও ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন সকল ভাষাকে সম গুরুত্ব প্রদান এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অধিকারের আরো প্রসার ঘটানো। পরিশেষে বলা যায় ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সহায়ক স্বরূপ জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত ভাষা নীতির সুযোগ্য প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব ভাষাগত বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং সকল ভাষার মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ মেলবন্ধন স্থাপন।

Reference

- 'National Education Policy 1968'
- 'National Education Policy 1986'
- 'National Education Policy 2020' by Ministry of Education, July, 2020
- Pradhan Sristika, Language Policy In India, Project Statecraft, 5th Oct, 2020
- Ajay Kurein & Sudeep B Chandramana, Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education. ResearchGate, Nov 2020.
- Weinstein, Brian (1990). Language Policy and Political Development. Greenwood Publishing Group. p. 95. ISBN 0-89391-611-0. Retrieved 16 May 2016.
- Schiffman, Harold. "Indian Linguistic Culture and the Genesis of Language Policy in the Subcontinent"

———